দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৭ ...

বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে ফাহিম

শিক্ষক হত্যাচেষ্টা মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড

ফাহিমের ৫ দিন রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়ে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ও মাদারীপুর প্রতিনিধি ●

মাদারীপুর সরকারি নাজিম উদ্দিন কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক রিপন চক্রবর্তীকে হত্যাচেষ্টায় গ্রেপ্তার গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিম ঘটনার আগের পাঁচদিন কোথায় ছিল– সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে পারেনি পুলিশ। পুলিশ বলছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফাহিম একেক সময় একেক ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু সেসব তথ্যের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। ফলে মামলার তেমন অগ্রগতি হয়নি।

এ ঘটনায় মামলায় গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিমের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বিকাল ৪টায় মাদারীপুর মুখ্য বিচারিক হাকিম সায়েদুর রহমান এ আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মাদারীপুর সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক বারেক করিম হাওলাদার ফাহিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছিলেন। এর আগে এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার রাতে মাদারীপুর এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

বিভ্রান্তিকর তথ্য দিচ্ছে ফাহিম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক আয়ুব আলী ছয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে মামলা করেন। গোলাম ফাইজুল্লাহ ফাহিম ছাড়া অন্য আসামিরা হলো– সালমান তাকসিন ওরফে আবুল হোসেন ওরফে সালিম (১৯), শাহরিয়ার হাসান ওরফে পলাশ (২২), জাহিন (২৩), রায়হান (২৪) ও মেজবাহ (২৪)। ফাহিমকে মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিক্ষক রিপন চক্রবর্তীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্যদিকে জিজ্ঞাসাবাদে ফাহিমের দেওয়া অধিকাংশ তথ্যের সত্যতা খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মাদারীপুরের পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা। তারা বলেছেন, ফাহিমের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালায় ঢাকা, বরিশাল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে। কিন্তু তাতে মামলার তদন্তে অগ্রগতি হয় এমন কিছু পাওয়া যায়নি। হামলায় অংশ নেওয়া অপর দুজনেরও হদিস পাওয়া যায়নি। এতে মনে হচ্ছে ফাহিম পুলিশকে বিভ্রান্ত করছে। ফাহিম মাদারীপুর পুলিশকে বলেছে, হামলার দিন বুধবার সকাল ১০টায় ফাইজুল্লাহ ফাহিমসহ আরও ২-৩ জন মাদারীপুরের টেকেরহাট পৌঁছায়। এরপর নিজেদের ব্যবহৃত মোবাইলগুলো ফেলে দেয় তারা। পরে সেখান থেকে মাদারীপুরের একটি স্থানে জড়ো হয়। সেখানে বসে হামলার গোপন আলোচনা হয়। এরপর মাদারীপুর পুলিশ লাইনস মসজিদে জোহরের নামাজ পড়ে তারা। নামাজ শেষে দুপুরের খাবার খেয়ে হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ওই এলাকায় ঘুরতে থাকে। তবে অন্তর্ধানকালে ফাহিম কোথায় ছিল– এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। তার এই রহস্যজনক অন্তর্ধান নিয়েই এখন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে এ তথ্য জানার চেষ্টা করবে পুলিশ। মাদারীপুর সদর থানার ওসি জিয়াউল মোর্শেদ বলেছেন, ফাইজুল্লাহ ফাহিম জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, সে আইএসের ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীরের সঙ্গে জড়িত। এ তথ্যও যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তবে তার দেওয়া অধিকাংশ তথ্যই ছিল বিভ্রান্তিকর।

ওসি জানান, ফাইজুল্লাহকে নিয়ে বুধবার রাত ৩টা থেকে অভিযানে বের হয় মাদারীপুর সদর থানার পুলিশ। সদর থানার ওসি জিয়াউল মোর্শেদের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি দল অভিযানের অংশ হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে যায়। অভিযানে কোনো অগ্রগতি না থাকায় বৃহস্পতিবার রাতে তাকে নিয়ে মাদারীপুরে ফিরে আসেন পুলিশ সদস্যরা। রাত ১০টা ৫০ মিনিটে একদল পুলিশ তাকে নিয়ে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে যান। সেখানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। জরুরি বিভাগের খাতায় 'পাবলিক অ্যাসল্ট' হিসেবে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কথা লেখা আছে। আর বুধবার হামলার সময় একটি চাপাতি ছাড়াও একটি গ্লাভস উদ্ধার করা হয় ফাহিমের কাছ থেকে। তবে তার কাছে থাকা ব্যাগটির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর দক্ষিণখানের ফায়েদাবাদ এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে ফাহিমের পরিবার। তার বাবা গোলাম ফারুক একটি তৈরি পোশাক কারখানার কর্মকর্তা, মা গৃহিণী। ফাহিম উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তবে রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে ১১ জুন সকালে 'নিখোঁজ' হয় ফাহিম।

নিখোঁজ হওয়ার আগে তার মোবাইল নম্বর থেকে বাবা গোলাম ফারুকের মোবাইল ফোনে একটি এসএমএস আসে। ওই এসএমএসে বলা হয়– 'বিদেশ চলে গেলাম, এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বেঁচে থাকলে আবারও দেখা হবে।' এ ঘটনার পরপর পরিবারের পক্ষ থেকে দক্ষিণখান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

জিডির তদন্ত কর্মকর্তা দক্ষিণখান থানার এসআই আবুল কালাম আজাদ বলেন, জিডির পর থেকে তারা ফাহিমের সন্ধানে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই বুধবার মাদারীপুরে তার গ্রেপ্তার হওয়ার খবর আসে। তবে কেন ফাহিম মাদারীপুর গেলেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য কেউ দিতে পারেননি। দক্ষিণখান থানা-পুলিশও মাদারীপুর পুলিশের রিমান্ডের তদন্তের অপেক্ষায় আছে। দক্ষিণখানে ফাহিমের প্রতিবেশী ও শিক্ষকরা বলছেন, নিভৃতচারী নামাজি এই তরুণ যে উগ্রপন্থায় জড়িয়ে পড়তে পারে, তা বিশ্বাস করা দুরূহ। রিপনের সঙ্গে কারো শত্রুতা না থাকা এবং হামলার ধরন দেখে এটাকেও 'টার্গেট কিলিং'য়ের চেষ্টা মনে করছেন গোয়েন্দারা।

ফাহিমের শ্রেণিশিক্ষক প্রভাষক আফরিন আক্তার বলেন, ছেলেটা খুব মেধাবী ছিল। এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে। এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পাবে বলে মনে হচ্ছিল। রসায়ন পরীক্ষার দিন ওর মা আমাকে ফোনে জানিয়েছিলেন, ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে পত্রিকায় ওর ছবি দেখে প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি, ফাহিম এত খারাপ কিছু করতে পারে। আফরিন বলেন, ক্লাস ও পরীক্ষায় নিয়মিত ছিল। কারো সঙ্গে কখনো কোনো বিবাদ ছিল বলে জানতাম না। খুব চুপচাপ থাকত।

ফাহিমের প্রতিবেশী মঞ্জরুল বলেন, ছেলেটা কখনো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না, মাথা নিচু করে চলাফেরা করত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়ত। দেড় বছর হলো ওরা এখানে; কিন্তু ওর কোনো বন্ধুকে বাসায় আসতে দেখিনি। এলাকায়ও তেমন বের হতো বলে শুনিনি।